27 কোথায় "তীক্ষ্ণধার হা হুতাশকরা মন্তব্য করা হয়েছে"?

>> অফিসে নিখিল যে সংবাদপত্রটি অন্যমনস্কভাবে তুলে নিয়েছিল, তারই এক জায়গায় "তীক্ষ্ণধার হা হুতাশকরা মন্তব্য করা হয়েছে"।

28 কেন "তীক্ষ্ণধার হা হুতাশকরা মন্তব্য করা হয়েছে"?

>> কুড়িটির মতো মৃতদেহের যথাযথ সৎকার করে তাদের স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়নি বলে সংবাদপত্রের একস্থানে হা-হুতাশকরা মন্তব্য করা হয়েছিল।

29 মাইনের দিন মৃত্যুঞ্জয় নিখিলের ওপর কোন্ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের মাইনের পুরো টাকা কোনো ত্রাণ-তহবিলে দান করার দায়িত্ব মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে দিয়েছিল।

30 মৃত্যুঞ্জয় মাইনের পুরো টাকাটা রিলিফ ফান্ডে দেওয়ার কথা জানালে সেই প্রসঙ্গে তাকে নিখিল কী বলেছিল?

>> নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে বলেছিল যে, পরিবারের ন-জনের ভরণ-পোষণের জন্য এমনিতেই মাইনের টাকায় মৃত্যুঞ্জয় সংসার চালাতে পারে না, প্রতিমাসেই তাকে ধার করতে হয়।

31 "আমায় কিছু একটা করতে হবে ভাই।"—কী কারণে বক্তা এমন করার তাগিদ অনুভব করেছিল?

>> অনাহার-মৃত্যু দেখার পর দুঃখে এবং অপরাধবোধে দীর্ণ মৃত্যুঞ্জয়ের অনাহারী মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদে রাতে ঘুম হত না এবং খেতে বসলে খেতে পারত না।

32 "এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।" —বক্তার এ কাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?

>> মন্বন্তরগ্রস্ত লোকদের খাবার বিলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বক্তা মৃত্যুঞ্জয় সস্ত্রীক এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।

33 "এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়?"—বক্তা কাকে অন্যায় এবং অত্যাচার বলেছে?

>> বক্তা মৃত্যুঞ্জয় জানিয়েছে যে, সে না খেলে তার অসুস্থ স্ত্রী যে অন্ন গ্রহণ করে না, তা অন্যায় এবং অত্যাচার।

34 মৃত্যুঞ্জয় তার স্ত্রী সম্বন্ধে কেন বলেছিল, "মরে তো মরবে না খেয়ে"?

>> মৃত্যুঞ্জয় না খেলে তার অসুস্থ স্ত্রী অন্ন গ্রহণ করত না বলে তার আচরণে ক্ষুব্ধ এবং তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে উৎকণ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয় এ কথা বলেছিল।

35 অনাহার-মৃত্যু দেখার আগে নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মতো কোন্ কোন্ কাজ করেছিল মৃত্যুঞ্জয়?

>> ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ জেনেও চার বেলা পেটপুরে খাওয়া এবং ত্রাণকার্যে লোকাভাব থাকলেও সে কাজে অংশ না নিয়ে অবসর কাটানোর চিন্তায় মশগুল হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়।

36 মাইনের দিন নিখিল মানি অর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কেন কী ভাবছিল?

>> নিখিল প্রতিমাসে তিন জায়গায় যে অর্থসাহায্য করে, তিনটি সাহায্য পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কি না—এ কথাই ভাবছিল নিখিল।

37 দুর্ভিক্ষের জন্য নিখিল তার জীবনযাত্রার কোন্ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

>> দুর্ভিক্ষের জন্য নিখিল তার খাওয়াদাওয়া যতদূর সম্ভব কাটছাঁট করে কমিয়ে দিয়েছিল।

38 মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে কোন্ কোন্ বিশেষণে চিহ্নিত করেছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে 'পাশবিক স্বার্থপর' এবং 'বন্ধ পশু' বলে তিরস্কার করেছিল।

39 "জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি" যে জন্মাচ্ছে না, তার মূল কারণ কী বলে মনে করে নিখিল?

>> ভিক্ষা দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক পাপ আজও পুণ্য বলে পরিগণিত হয় বলেই "জীবনধারণের অন্নে মানুষের দাবি" জন্মাচ্ছে না বলে মনে করে নিখিল।

40 নিখিলের মতে কী হলে "অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না"?

>> অনাহারী মানুষদের এক কাপ অখাদ্য ফ্যান দেওয়ার বদলে যদি তাদের স্বার্থপর করে তোলা যেত, তবে নিখিলের মতে "অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না"।

41 "সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে।" —কোন্ দিনের পর থেকে?

>> ফুটপাথে যেদিন মৃত্যুঞ্জয় অনাহারে মৃত্যু দর্শন করেছিল সেদিনের পর থেকেই সে বিষণ্ণ, গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

42 "তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়।" —কবে থেকে?

>> অফিসে মাইনের দিনে সহকর্মী নিখিলের সঙ্গে আদর্শগত মতবিরোধের পর থেকে দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লেগেছিল মৃত্যুঞ্জয়।

43 মাইনের দিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের পেশাজীবনে কী পরিবর্তন এল?

>> মাইনের দিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয় অফিসে দেরি করে আসত এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বেরিয়ে যেত, কাজে ভুল করত, আর প্রায়সময়েই অফিসে বসে বসে ভাবত।

44 অনাহারীরা সারাদিন কোথায় কোথায় পড়ে থাকত?

>> অনাহারীরা সারাদিন খোলা ফুটপাথে বা বড়ো কোনো গাছের তলায় বা ডাস্টবিনের ধারে পড়ে থাকত।

45 অনাহারীরা শহরের দোকানপাট বন্ধ হলে রাতে কী করত?

>> আশ্রয়হীন অনাহারীরা অনেক রাতে শহরের দোকানপাট বন্ধ হলে হামাগুড়ি দিয়ে নিকটবর্তী রোয়াকে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করত।

Scanned with CamScanner

46 অনাহারীরা ভোর চারটে থেকে কী করত?

>> অনাহারীরা ভোর চারটে থেকে লঙ্গরখানায় অন্নের প্রত্যাশায় লাইন দিত।

47 "নিখিলকে বার বার আসতে হয়।" —নিখিলকে কোথায়, কেন বার বার আসতে হয়?

>> পথে পথে ঘুরে বেড়ানো বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির লোকেদের খোঁজখবর নিতে নিখিলকে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে বার বার আসতে হয়।

48 "টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায়...।"—কী অনুরোধ?

>> টুনুর মা নিখিলকে সকাতর অনুরোধ জানায় যে, নিখিল যেন মৃত্যুঞ্জয়ের খেয়াল রাখে, যতটা সম্ভব সে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে থাকে।

49 টুনুর মা নিখিলকে মৃত্যুঞ্জয়ের দেখভাল করার অনুরোধ করলে নিখিল তাকে কী বলে?

>> টুনুর মার অনুরোধে নিখিল তাকে জানায় যে, সে যদি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে পরিবারের বাকি সকলের দেখভাল করে তবেই সে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে থাকবে।

50 "এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" —কোন্ ভাবনায়?

>> অনাহারীদের জন্য কিছুই কি করা যায় না— সেই ভাবনাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

51 "কেমন একটা ধারণা জন্মেছে...।"— কার, কোন্ ধারণার কথা বলা হয়েছে?

>> সর্বস্ব দান করেও সে অনাহারীদের কিছুমাত্র ভালো করতে পারবে না—মৃত্যুঞ্জয়ের এই ধারণার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

52 মৃত্যুঞ্জয় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে তাদের হৃদয়ে অনুপস্থিত কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পায়?

>> মৃত্যুঞ্জয় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে তাদের হৃদয়ে অভিযোগের ও প্রতিবাদের অনুপস্থিতির খোঁজ পায়।

53 ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার আগে মৃত্যুঞ্জয় কী পরত?

>> ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার আগে মৃত্যুঞ্জয় ধুতি এবং সিল্কের জামা পরত।

54 নিখিলের মতে, অনাহারীরা স্বার্থপর হলে "অন্ন থাকতে বাংলায় না খেয়ে কেউ মরত না" কী কী সত্ত্বেও?

>> অনাহারীরা অন্ন না পেয়ে মরত না, তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক অথবা একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।

55 ফুটপাথে পাকাপাকিভাবে থাকার পর মৃত্যুঞ্জয়ের সাজসজ্জার কী পরিবর্তন হয়েছিল?

>> ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ের নিম্নাঙ্গে ধুতির বদলে ছেঁড়া কাপড় দেখা যায় এবং উর্ধ্বাঙ্গের সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে সে আদুল-গা হয়ে পড়ে।

56 ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ের চেহারার কী পরিবর্তন হয়েছিল?

>> ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার পর খালি গায়ে ঘুরে বেড়ানোর ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের সারা গায়ে মাটির স্তর পড়ে যায় এবং তার মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভরে যায়।

57 মৃত্যুঞ্জয় অনাহারী মানুষগুলোর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন?

>> অনাহারী মানুষগুলো ছিল প্রতিবাদহীন এবং তাদের সবার বক্তব্য, ভাষা এবং বাচনভঙ্গি একইরকম বিরক্তিকর হওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় তাদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিল।

58 সুস্থ থাকলে টুনুর মা কী করত বলে জানায় নিখিলকে?

>> সুস্থ থাকলে টুনুর মা যে তার স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত, তা সে নিখিলকে জানায়।

59 বাড়ি থেকে বেরিয়ে কত পা হেঁটে মৃত্যুঞ্জয়কে ট্রামে উঠতে হত?

>> বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পা হেঁটে মৃত্যুঞ্জয়কে ট্রামে উঠতে হত।

60 মৃত্যুঞ্জয় বাড়ি থেকে কী কী খেয়ে এসেছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয় বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারি, মাছ, দই আর ভাত।

61 মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মোটেও মৃদু বা নিস্তেজ ছিল না, শক্তির একটা উৎস ছিল তার মধ্যে।

62 নিখিল কেন মৃত্যুঞ্জয়কে 'হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে'?

>> মৃত্যুঞ্জয় মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে নিখিল তাকে হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোও বাসে।

63 "...এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি?"—কোন্ অপরাধের কথা এখানে বলা হয়েছে?

>> মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে থাকা সত্ত্বেও একটা লোক না খেয়ে ফুটপাথে মারা গেল—এই অপরাধের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

64 মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে কত জন লোক ছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে লোকসংখ্যা হল ন-জন।

65 "...ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই।"—উক্তিটি কার?

>> প্রশ্নে উদ্‌ধৃত উক্তিটি করেছে মৃত্যুঞ্জয়ের অফিসের সহকর্মী বন্ধু নিখিল।

66 "ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।"—কোন্ স্বার্থপরতার কথা এখানে বলা হয়েছে?

>> দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড়ো পাপ—এই দর্শনকে এক ধরনের পাশবিক স্বার্থপরতা বলে মনে করেছে মৃত্যুঞ্জয়।

67 "একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।"—উক্তিটি কার?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে প্রশ্নোত্থিত এই উক্তিটি মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রীর।

68 "...আজ চোখে পড়ল প্রথম।"—কার চোখে কী প্রথম ধরা পড়ল?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে প্রথম ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর দৃশ্য ধরা পড়ল।

69 "কি হল হে তোমার?"—কে, কাকে এ কথা বলেছিল?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের বমি করা ও শরীর খারাপ দেখে সহকর্মী নিখিল তাকে এ কথা বলেছিল।

70 "শত ধিক্ আমাকে।"—কে, কেন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয় নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল কারণ দেশের লোকের অনাহারজনিত মৃত্যুর কথা জেনেশুনেও সে চার বেলা পেটপুরে খেয়েছে।

71 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নিখিল সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে কী দেখতে পেল?

>> সংবাদপত্রে নিখিল দেখল ভালোভাবে সদ্‌গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে একস্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুতাশকরা মন্তব্য করা হয়েছে।

72 "একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।"—কে, কাকে, কোন্ কাজের ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয় তাদের অফিসের মাইনের দিন নিখিলের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে সেগুলি রিলিফ ফান্ডে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল।

73 ফুটপাথে পড়ে থেকে মৃত্যুঞ্জয় আর দশজন ভিখিরির মতো কী বলে?

>> ফুটপাথে পড়ে থেকে আর দশজন ভিখিরির মতো মৃত্যুঞ্জয় বলে—"গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!"

74 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটি প্রথম সারদাকুমার দাস সম্পাদিত 'ভৈরব' পত্রিকার প্রথম শারদসংখ্যায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

75 "এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল...।"—কার কথা বলা হয়েছে?

>> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় এতদিন ফুটপাথের অনাহার-মৃত্যুর কথাই শুনে আর পড়ে এসেছিল।

76 "বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে,"—কী কথা বলা হয়েছে সে ট্রাম থেকে কোথায় নামে?

>> মৃত্যুঞ্জয় ট্রাম থেকে নামে অফিসের প্রায় দরজায়।

77 "বাড়িটাও তার শহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে...।"—এর ফলে তার কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছিল?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয়-এর বাড়ি শহরের নিরিবিলি এবং ফুটপাথহীন অঞ্চলে হওয়ায় ইতিপূর্বে ফুটপাথের অনাহার-মৃত্যু তার চোখে পড়েনি।

78 "...তখন সে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়েছে।"—কে, কখন কাবু হয়ে পড়ে?

>> 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাথে একদিন অনাহার-মৃত্যু দেখার পর অফিসে গিয়ে রীতিমতো কাবু হয়ে পড়ে।

79 "একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে।"—কলঘরে যাওয়ার কারণ কী?

>> মৃত্যুঞ্জয় কলঘরে উঠে যায় সকালে-খেয়ে-আসা সমস্ত খাবার বমি করে দেওয়ার জন্য।

80 "...নিখিল যখন খবর নিতে এল...।"—তখন মৃত্যুঞ্জয় কী করছিল?

>> নিখিল যখন মৃত্যুঞ্জয়ের খবর নিতে এল তখন মৃত্যুঞ্জয় কলঘর থেকে বমি করে ফিরে কাচের গ্লাসে জল খাচ্ছিল।

81 "নিখিল যখন খবর নিতে এল...।"—নিখিল কোথা থেকে কার খবর নিতে এসেছিল?

>> নিখিল তাদের অফিসেই পাশের কুঠুরি থেকে সহকর্মী-বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের খবর নিতে এসেছিল।

82 "গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে"—মৃত্যুঞ্জয় কী করছিল?

>> গ্লাস খালি করে নামিয়ে রেখে মৃত্যুঞ্জয় শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল।

83 "হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালও বাসে।"—কে কাকে ভালোবাসে?

>> নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে অবজ্ঞার সঙ্গে ভালোবাসে।

84 কখন মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে বলেছিল "মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!"?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে যখন নিখিল তাকে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করে, তখনই সে কথাগুলি জানায়।

85 "ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা"—ফুটপাথের অনাহারে মৃত্যুকে সাধারণ, সহজবোধ্য বলা হয়েছে কেন?

>> পঞ্চাশের দশকে মন্বন্তরের পটভূমিকায় 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটি রচিত হয়েছে বলেই লেখক ফুটপাথের অনাহার-মৃত্যুর ঘটনাকে সাধারণ, সহজবোধ্য বলেছেন।

86 "আনমনে অর্ধ-ভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।"—আর্তনাদটা কী ছিল?

>> আর্তনাদটা ছিল—"মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল।"

Scanned with CamScanner

87 কোন্ যুক্তিতে নিখিল ভেবেছিল যে, ভিক্ষা দেওয়া 'অস্বাভাবিক পাপ'?

>> ভিক্ষা দিয়ে মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমস্যাকে বাইরে থেকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে নিখিল ভিক্ষা দেওয়াকে 'অস্বাভাবিক পাপ' বলে ভেবেছিল।

88 "...কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম।"—কাকে অনিয়ম বলা হয়েছে?

>> মন্বন্তরে বা স্বাভাবিক অবস্থায় ভিক্ষা দিয়ে রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উলটে যে মধুর আধ্যাত্মিক নিয়ম তৈরি করা হয়, তাকেই নিখিল অনিয়ম বলে ভেবেছে।

89 "...তিনটে সাহায্যই এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে...।"—কোন্ সাহায্যের কথা বলা হয়েছে?

>> নিখিল প্রতি মাসে তিন জায়গায় কিছু কিছু যে অর্থসাহায্য পাঠাত, সেই সাহায্যের কথাই বলা হয়েছে।

90 "আমার আর টুনুর মা'র"—টুনুর মা কে?

>> টুনুর মা হলেন 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পের নায়ক মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী।

91 "মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল।"—কোন্ মন্তব্য?

>> নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে যখন জানায় যে, টুনুর মার যা স্বাস্থ্য, তাতে একবেলা খেলে সে পনেরো-কুড়ি দিন টিকবে, তখন সেই মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

92 "...এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না।"—এটা কার ভাবনা?

>> নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়ে বলার জন্য একথা ভেবেছিল।

93 "...এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না।"—কীভাবে?

>> মৃত্যুঞ্জয় যে সস্ত্রীক একবেলা খাবার না খেয়ে সেই খাবার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বিলিয়ে দেয়, তা করে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না বলে মনে করে নিখিল।

94 "এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে...।"—গ্রুয়েল কী?

>> জলে সেদ্ধ করা তরল খাদ্য বা ভাতের ফ্যানই হল গ্রুয়েল।

95 "এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে" কী করলে ভালো হত বলে মনে করে নিখিল?

কোনো দুর্ভিক্ষপীড়িতদের এক কাপ করে গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের স্বার্থপর করে তুললেই ভালো করা হত তাদের—এমনটা মনে করে নিখিল।

96 "সকলে এক কথাই বলে।"—কী কথা বলে?

দুর্ভিক্ষপীড়িত সকলে অভিযোগহীন এবং প্রতিবাদহীনভাবে ঝিমানো সুরে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনি বলে।

97 "খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদ কাঁদ মুখ করে বসে থাকে...।"—কাকে, কী খবর দেয় বাড়ির সকলে?

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অন্য সবাই মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রীকে জানায় যে, মৃত্যুঞ্জয় খানিক পরেই আসছে।

98 "নিখিলকে বার বার আসতে হয়।"—কেন, কোথায় আসতে হয়?

>> পথে পথে ঘুরে বেড়ানো বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির লোকেদের খোঁজখবর নিতে তার বন্ধু নিখিলকে তাদের বাড়ি বারবার আসতে হয়।

99 "...মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল।"—মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার কারণ কী?

>> অফিস যাওয়ার পথে একদিন মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাথে অনাহার-মৃত্যুর মতো এক বীভৎস দৃশ্য অকস্মাৎ দেখে ফেলে। সেটাই তার অসুস্থতার কারণ।

100 "...তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মার প্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে।"—কার কোন্ অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে?

>> মৃত্যুঞ্জয় যে বেশ কিছুদিন ধরে শহরের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দুর্বিষহ জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে চলেছে, তার সেই অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

101 "তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়।"—কেন তার এই অবস্থা হয়েছিল?

>> ফুটপাথে অনাহার-মৃত্যু দেখার পর অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে দিন কাটাতে কাটাতে ক্রমে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের গায়ের জামা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়।

102 "সকলে এক কথাই বলে।"—কী কথা বলে?

>> সকল দুর্ভিক্ষপীড়িতই বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'

103 ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ের চেহারা ও বেশভূষার কী পরিবর্তন হয়েছিল?

>> ফুটপাথবাসী হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়, সারা গায়ে মাটির স্তর পড়ে, মুখ গোঁফ-দাড়িতে ভরে যায়।

104 "অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।"—কোন্ কথা?

>> মৃত্যুঞ্জয় বলে যে, সে বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, তার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী।

105 "এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে।"—কে, কী বন্ধ করে দিয়েছে?

>> দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা মৃত্যুঞ্জয় বন্ধ করে দিয়েছে।

106 "...তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায়...।"—কী টের পাওয়া যায়?

>> মৃত্যুঞ্জয় যে নিখিলের কোনো কথার মানে বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে—তার চোখ দেখে নিখিল তা টের পেয়েছিল।

Scanned with CamScanner

3 "নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই।" —কীসের দর্শন?

>> দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে মৃত্যুঞ্জয়ের ফুটপাথে অনাহার-মৃত্যুর দর্শনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

4 মৃত্যুঞ্জয় অনাহারে মৃত্যু প্রথম দেখেছিল কখন?

>> একদিন বাড়ি থেকে অফিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম অনাহারে মৃত্যু দেখেছিল।

5 নিজের চোখে অনাহারে মৃত্যু দেখার আগে মৃত্যুঞ্জয় সেই ব্যাপারে কীভাবে জেনেছিল?

>> নিজের চোখে অনাহারে মৃত্যু দেখার আগে পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় শুধু খবরের কাগজ পড়ে আর লোকের মুখে শুনেই সেই ব্যাপারে জেনেছিল।

6 মৃত্যুঞ্জয়দের বাড়ি কেমন জায়গায় অবস্থিত ছিল?

>> মৃত্যুঞ্জয়দের বাড়ি ছিল কলকাতা শহরের এক নিরিবিলি পাড়ায়, যেখানে ফুটপাথ বেশি ছিল না।

7 মৃত্যুঞ্জয় বাড়ি থেকে কীভাবে অফিসে যেত? ✓

>> মৃত্যুঞ্জয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পা হেঁটে রাস্তায় গিয়ে ট্রামে উঠত এবং ট্রাম থেকে অফিসের দোরগোড়ায় নামত।

8 'মনে আঘাত পেলে' মৃত্যুঞ্জয়ের শরীর-মনে কী হয়?

>> 'মনে আঘাত পেলে' মৃত্যুঞ্জয় মনোকষ্টের সঙ্গে শারীরিক কষ্টও অনুভব করে।

9 অনাহারে মৃত্যু দেখার দিন অফিসে পৌঁছে মৃত্যুঞ্জয় কী করেছিল?

>> অনাহারে মৃত্যু দেখে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মৃত্যুঞ্জয় অফিসে পৌঁছে বাড়ি থেকে খেয়ে আসা খাবারের সমস্তটাই বমি করে দেয়।

10 নিখিল অবসরজীবনটা কীভাবে কাটাতে চেয়েছিল?

>> বই পড়ে এবং নিজস্ব একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে নিখিল তার অবসরজীবনটা কাটাতে চেয়েছিল।

11 নিখিলের সমপদস্থ মৃত্যুঞ্জয় নিখিলের থেকে কত টাকা বেশি মাইনে পায় এবং কেন? [নমুনা প্রশ্ন]

>> একটা বাড়তি কর্মভারের জন্য নিখিলের সমপদস্থ মৃত্যুঞ্জয় তার থেকে পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনে পায়।

12 নিখিলের চেহারা এবং প্রকৃতি কেমন ছিল?

>> রোগা চেহারার পুরুষ নিখিল প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও সে ছিল একটু অলস প্রকৃতির।

13 "সংসারে তার নাকি মন নেই।" —তার মন কীসে ছিল?

>> নিখিলের মন বইপত্র এবং চিন্তাজগতের মধ্যেই বিচরণ করত।

14 মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি নিখিলের ব্যবহার কেমন ছিল?

>> আদর্শবাদী মৃত্যুঞ্জয়কে মৃদু হিংসা এবং মৃদু অবজ্ঞা করলেও নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে শুধু পছন্দই করত না, ভালোও বাসত।

15 "মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে" কীভাবে সে নিখিলের কাছে 'অবজ্ঞেয়' হত?

>> মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে দুটো খোঁচা দিয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করলেই তার মনের ভেতরকার সব অন্ধকার বেরিয়ে আসত এবং সে অবজ্ঞেয় হয়ে যেত।

16 "মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে...।"—কখন ভাবে?

>> নিখিল মাঝেমাঝেই যখন মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক শক্তির কাছে কাবু হয়ে পড়ে, তখনই সে মৃদু ঈর্ষার সঙ্গে ভাবে।

17 "মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে...।"—কী ভাবে?

>> মৃদু ঈর্ষার সঙ্গে তখন নিখিল ভাবে যে, সে যদি নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হত, তাহলে খারাপ হত না।

18 "মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল...।"—নিখিল কী অনুমান করতে পারল?

>> নিখিল অনুমান করল যে, মৃত্যুঞ্জয় বড়ো একটা সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেই সংকটের নিরর্থক কঠোরতায় সে শার্শিতে আটকে পড়া মৌমাছির মতো মাথা খুঁড়ছে।

19 "মরে গেল। না খেয়ে মরে গেল!" —এই কথাটা মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে কীভাবে বলেছিল?

>> প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি মৃত্যুঞ্জয় অন্যমনস্কভাবে, অস্ফুট বাক্যে আর্তনাদের মতো করে নিখিলকে বলেছিল।

20 "আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হল...।"—কী মনে হয়েছিল নিখিলের?

>> আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হয়েছিল যে, মৃত্যুঞ্জয়ের মনের ভেতরটা যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

21 "সেটা আশ্চর্য নয়।" —কোন্‌টা আশ্চর্য নয়?

>> ফুটপাথের অনাহার-মৃত্যুর মতো বিশিষ্টতাহীন এবং সহজবোধ্য ব্যাপারটা যে মৃত্যুঞ্জয় ধারণায় আনতে পারছে না, নিখিলের কাছে তা আশ্চর্য নয়।

22 নিখিল কোন্ কোন্ নেতিবাচক মনোভাব মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি মৃদুভাবে পোষণ করে?

>> অবজ্ঞা এবং ঈর্ষা—এই দুই নেতিবাচক মনোভাব নিখিল মৃদুভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি পোষণ করে।

23 'আদর্শবাদ'-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে কী বলা হয়েছে?

>> আদর্শবাদ হল মানবসভ্যতার সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে পচা একটা ঐতিহ্য—এমন কথাই গল্পটিতে বলা হয়েছে আদর্শবাদ সম্বন্ধে।

24 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পে লেখক কীসের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তা "শ্লথ, নিস্তেজ নয়"?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, তা "শ্লথ, নিস্তেজ নয়"।

25 মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন নয় বলে মনে করে নিখিল?

>> মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ বা নিস্তেজ নয় বলে মনে করে নিখিল।

26 নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে পছন্দ করে কেন?

>> মৃত্যুঞ্জয় আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস এক সরলচিত্ত যুবক বলে নিখিল মৃত্যুঞ্জয়কে পছন্দ করে।

Scanned with CamScanner